بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-১০/০৩ | বৃহস্পতিবার, ২৭ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরী | ১৮/০৬/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পবিত্র জেরুজালেমকে রক্ষায় অংশ নেয়া গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) সাইফুল আজমের মৃত্যুতে হাসিনা সরকারের নির্লিপ্ততা ইসলামের শত্রুদের প্রতি তার অপরিসীম আনুগত্যের সুস্পষ্ট প্রতিফলন

একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনেই প্রকৃত বীরদের মর্যাদা ও সম্মান সুরক্ষিত রয়েছে

কিংবদন্তি ফাইটার পাইলট (যুদ্ধবিমানের বৈমানিক) ক্যাপ্টেন (অব.) সাইফুল আজমের মৃত্যু সংবাদ বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বজুড়ে উম্মাহ্'র আবেগকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে, ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসরে যাওয়া এই বীর সেনা গত রবিবার দুপুরে ঢাকায় সবার অগোচরে দুনিয়া ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইসলামের শত্রু ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল এবং মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে এই 'অ-আলোচিত বীরের' সাহসী ও অতুলনীয় কৃতিত্বের কথা যখনই কেউ জানতে পারে তখনই তার মনে এক অপূরণীয় ক্ষতির গভীর দাগ কেটে যায়। যুদ্ধে চার দেশের (জর্ডান, ইরাক, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ) প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র ফাইটার পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও এই যুদ্ধ-নায়ক শত্রুরাষ্ট্র ভারত ও ইসরাইলের বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ ও তাদের উন্নততর যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মুসলিমদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে সংঘটিত ছয়দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে চারটি ইসরাইলী যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে আজ পর্যন্ত তিনি বিশ্বের সেরা চৌকস শুটার পাইলট হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। এছাড়াও, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তিনি ভারতের বিমানঘাঁটির উপর সফল আক্রমণ শেষে ফিরে আসার সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর ন্যাট ইন্টারসেপ্টর (Gnat Interceptor) বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছিলেন। কিভাবে স্বল্প সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে শক্তিশালী শত্রুকে ধরাশায়ী করা যায় তিনি ছিলেন তার রোল মডেল। বিমান যুদ্ধে এই দুঃসাহসী ফাইটার পাইলটের সাহসিকতার কাহিনী শুনে মুসলিম সামরিক অফিসারদের মনে যখন শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেতনা প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করেছে, কারণ ইহুদী ও মুশরিক রাষ্ট্রের প্রতি এই দালাল শাসকগোষ্ঠীর দাসসুলভ আচরণের সাথে সাইফুল আজমের কৃতিত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়!

বাস্তবতা হচ্ছে, সাইফুল আজমের মত অগণিত সাহসী যোদ্ধারা এখনো আমাদের সামরিক বাহিনীতে কর্মরত আছেন, কিন্তু আফসোস, তাদের প্রতিভা ও দক্ষতাকে পদ্ধতিগতভাবে কাফিরদের পক্ষে অপচয় করা হচ্ছে। জাতিসংঘ মিশনের আড়ালে পশ্চিমা কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের অশুভ রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ভারতকে পরাজিত করার সামর্থ্য ও মানসিকতা থাকা সত্ত্বেও মুশরিকদের সামনে নতজানু হতে বাধ্য করে তাদের মনোবল ও চেতনাকে ধ্বংস করা হচ্ছে, যে সাহসের কিছুটা নমুনা ২০০১ সালের সীমান্ত যুদ্ধে সীমিত সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে তাদেরকে লজ্জাজনক পরাজয়ের স্বাদ উপহার দেয়ার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছিল। সত্যিকার অর্থে, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কাফিরদের মত জীবনের প্রতি ভালোবাসা নয়, বরং শহীদ হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে, এবং সাইফুল আজমসহ এই উর্বর মুসলিম ভূখন্ডের বহু অজ্ঞাত ও ক্ষয়প্রাপ্ত বীর সেই সত্যেরই স্বাক্ষর বহন করে।

হে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান ও সাহসী অফিসারগণ! বর্তমান বিশ্বাসঘাতক ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর হাতে আপনাদের মর্যাদা ও সম্মান সুরক্ষিত নাই, বরং তারা আপনাদের প্রতিভাকে কেবলই কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহৃত করছে, এবং তারপর আপনাদেরকে ছুঁড়ে ফেলছে, যদিওবা সাইফুল আজমের মত আপনারাও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে থাকেন। আপনাদের প্রকৃত পূর্বপুরুষ হচ্ছেন সাদ বিন মুয়াজ, খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, তারেক বিন যিয়াদ ও সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবি, যারা সাইফুল আজমের মত আপনাদের অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য যোদ্ধার অদম্য সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস, এবং একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনেই তাদের সেই বীরত্বের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং তাদের সম্মানকে স্মরণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব। এবং এই লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আপনারা আনসারদের ভূমিকা পালন করুন। আল্লাহ্'র দ্বীনের জন্য নুসরাহ্ প্রদানে এগিয়ে আসুন, খিলাফত রাষ্ট্রের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর অধীনে ইসলামী জীবনাদর্শকে পৃথিবীর বুকে পুনরায় ছড়িয়ে দিতে অনতিবিলম্বে অগ্রসর হউন, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হউন:

* مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً*

"মুমিনদের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ্'র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আহযাব: ২৩]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ